থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-19

Editor of
Autumn Edition 2019
Dr. Saurav Dasthakur
Associate Professor, Department of English
Visva-Bharati, Santiniketan, West Bengal

Title: Bichitra Sabha

Author(s): Raghuvir Sahay

Translator (s): Suparna Mondal

Published: 23 December 2019

বিচিত্র সভা © 2019 by Suparna Mondal is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 7, Issue 10-14, 2019

Autumn Edition
September-October

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

বিচিত্র সভা

রঘুবীর সহায়
অনুবাদ: সুপর্ণা মণ্ডল
এম.এ., তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

আমরা জানি, সত্তরের দশকের পরবর্তী সময় একটি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাময় সময়। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা তখন সহজ ছিল না। এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মানুষ যখন মুক্তি পায়, ততদিনে তার সংগঠিত হয়ে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছিল। কবির কাছে সমাজ ব্যক্তিমানুষকে নিয়ে গঠিত সমাজ, বিমূর্ত কোন সত্তা নয় যাকে কোন বিশেষ আদর্শ দিয়ে পরিবর্তন করে ফেলা সম্ভব। তাই কবি জনতার সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। 'বিচিত্র সভা' কবিতায় আমরা দেখি সম্মিলিত জনতা রাজনৈতিক নেতাদের সওয়াল করার জন্য ঘিরে ধরেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, মানুষ সংগঠিত হয়ে আলোচনা করতে পারে না। আর কবির হাত থেকেও বন্দুক সরে যায়। আসলে তো সংগঠনের মধ্যেই নিহিত ছিল ক্ষমতার উৎস। সেই সংগঠন ভেঙে পড়ায় বন্দুকের ক্ষমতাও অকার্যকর হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়েও আমরা বহু রাজনৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হই। এমতাবস্থায়, সংগঠিত হয়ে আলোচনা করা জরুরি যাতে মানুষ ঠিক-ভুলের বিচার করতে পারে। গণতন্ত্র আসলে তো তাই-ই। কিন্তু বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি হারিয়েছে। গণমাধ্যমের দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করা সহজ হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে শাসক শ্রেণিই তার ফায়দা ওঠাচ্ছে। আর মানুষ স্বাধীন চিন্তার পরিবর্তে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাচ্ছে। 'বিচিত্র সভা'-য় কবি রঘুবীর সহায় এই সমস্যাগুলিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। কাজেই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও এই কবিতা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

একটা সভা হল
তাতে আন্দোলনের নেতাকে ডাকা হল
প্রথমে উনি আসছিলেন না
তারপর এলেন কারণ আমিও সভার
পক্ষে ছিলাম

সভা শেষ হতে লাগল যখন তখন বাজনা বেজে উঠল
বাজনা বন্ধ হতেই মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল
আর মঞ্চে বসে থাকা লোকেদের পিছনে ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে পড়ল
আলো পিছনে ছিল ছায়ামূর্তিগুলো কালো ছিল
ওরা নেতাদের উপর বন্দুক তাগ করল
নেতারা পিছন দিক দিয়ে ঘেরা আর সামনে দিয়ে তাঁরা উঠে যেতে চান
তো সামনে ছিল জনতার ভিড় যাঁদের বিষয়ে আয়োজকরা মনে করত
যে তাঁরা নেতাদের ঘিরে ধরে তাঁদের কাছে জবাব চাইবেন
আর ওঁদের পালাতে দেবেন না
যখনই পিস্তলগুলো বের হল নেতা পরিস্থিতি বুঝে দাঁড়িয়ে পড়লেন
জনতাও দাঁড়িয়ে পড়ে যেন ওঁদের পালানোর পথ আটকাবে
ওর মধ্যে অনেক রকমের চেহারা আছে: আমিও আছি
আমি বিজয় চৌধুরীকে বলি- তুমি এটা নাও নেতাদের দিকে তাগ করো
ও (আমার হাতে একটা বন্দুক আছে) বসেই থাকে
আমি দ্রুত ভেবে নিলাম আমি এখন যা করছি তাই ঠিক

রঘুপতির উপর বন্দুক তাগ করলাম
রঘুপতি জিজ্ঞেস করে: আপনি কোন দলে
আমি অনেক অর্থপূর্ণ স্বরে বলি আপনারই দলে
অর্থাৎ আমি যা করছি তা দেশহিতের জন্য
আর আপনার ভালোর জন্য করছি
আপনি আমাদের কথা শুনুন

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

রঘুপতি বিস্ময়ে আমাকে এক মুহূর্ত দেখে
তারপর নিজের নির্মল চোখ নত করে ভাবনায় ডুবে যায়
জানি না কে যেন আদেশ দেয় বাইরে চলুন আর নেতাদের
ওখানে নিয়ে গিয়ে
ওঁদের সাথে কথা বলা হবে(নাকি ওঁদের শাস্তি দেওয়া হবে?)

লাইন ধরে লোকজন এগিয়ে যায়
কয়েকজন তরুণ নেতা যখন বাইরে(প্যান্ডেল না ঘর?) পৌঁছায়
তখন তাঁদের পিছনে
না তো বন্দুকধারী না সামনে জনতা
তাঁরা প্রায় স্বাধীন হয়ে যান

আমি ভাবি যে এরা পালিয়ে যাবে
তখনই দেখি ভিড় হয়ে গেছে আর যা পরিকল্পনা ছিল যে
আমাদের মধ্যে কেউ নেতাদের বলবে যে ওঁদের ভুলগুলো কী
আর বলবে যে জনতা নেতাদের কাছে জবাব চায়,
তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

এক দরজা দিয়ে হরিয়ানায় দেখা গেল যে লোকেদের
বেরোতে দেখা যাচ্ছে
ওঁদের পরিকল্পনা পছন্দ হয়নি
ওঁদের কেউ চেঁচিয়ে বলে দাঁড়ান
ওঁরা দাঁড়াচ্ছেন না

রামলীলা থেকে একটা বড় মিছিল বেরোল(বড় ভারি পালকি)
কেউ বলে উঠল: ওটা থামিয়ে ওদের সব কথা বুঝিয়ে দাও
তাহলে ওরা জীবন সংশোধন করবে
ওটাও গোলমালের মধ্যে হয়ে উঠল না
আমি দেখছি যে আমি কি করে ফেলেছি
বন্দুক আমার হাতে আর নেই

কিন্তু যখন একটু দেরী ছিল তখনকার ছবিও দৃশ্যমান হয়
আর আমি লজ্জায় ভরে উঠি
কী জবাব দেবো যে আমি তোমার দলে
আমি অনেক ভেবে বলেছিলাম (আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমারও
আলোচনার দরকার আছে) কিন্তু এটা আমি কি করে ফেললাম

এটাও দেখতে পাচ্ছিলাম যে জনতা সংগঠিত হয়ে
আলোচনা করতে পারছে না
আর বন্দুক হাত থেকে সরে গেছে
আমি জানি না রঘুপতির কী হল।

রঘুবীর সহায়

রঘুবীর সহায় (১৯২৯-১৯৯০) আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের মধ্যে একজন। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, অনুবাদক এবং সাংবাদিক। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর লখনউতে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর তিনি 'নবজীবন' পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৫৩-৫৭ সাল অব্দি তিনি আকাশবাণীর সমাচার বিভাগের উপসম্পাদক ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হল 'আত্মহত্যা কে বিরুদ্ধ' (১৯৬৭), 'হঁসো হঁসো জলদি হঁসো' (১৯৭৫), 'লোগ ভুল গয়ে হে' (১৯৮৩), 'কুছ পতে কুছ চিট্ঠিয়াঁ' (১৯৮৯) ইত্যাদি। 'লোগ ভুল গয়ে হে' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরষ্কার লাভ করেন।